SEM – II CC – 3

প্র:- যোগমতে চিত্তবৃত্তি ব্যাখ্যা কর:- (১০)

উ:- চিত্তবৃত্তি :- বৃত্তি হল পরিণাম, সুতরাং চিত্তবৃত্তি হলো চিত্তের পরিণাম (বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণাম-বিশেষা বৃত্তয়:)। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ার ফলে চিত্তের যে বিষয়াকারে পরিণতি, তাই চিত্তের বৃত্তি। সাংখ্য-যোগমতে গলিত ধাতু যে পাত্রে ঢালা হয়, ধাতু যেরূপ সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, সেরূপ জীবের চিত্তের সঙ্গে যখন কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তখন চিত্ত সেরূপ বস্তুর আকার ধারণ করে। বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্তিই হল - চিত্তবৃত্তি। সাধারণ ভাবে এই বৃত্তিকেই জ্ঞান বলা হয়। চিত্তের এই বিকার বা বৃত্তির প্রতিফলনে আত্মার বিষয়জ্ঞান হয়ে থাকে। আত্মা স্বরূপত মুক্ত, শুদ্ধ এবং আত্মার কোন বিকার বা পরিণাম নেই, গতিশীল তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিফলিত হলে চন্দ্রকে যেমন গতিশীল মনে হয়, তেমনি আত্মা চিত্তে প্রতিফলিত হলে আত্মাকেও পরিণামী মনে হয়।

যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় পরিচ্ছিন্ন চিত্তভাব বা বোধিমণ্ডলকেই বৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তিগুলিকে প্রাথমিক ভাবে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। যে বৃত্তি কর্মসংস্কার সমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট, তাকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলে। যে বৃত্তির মূলে বিবেকজ্ঞান থাকে, তাকে অক্লিষ্টবৃত্তি বলে। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়। বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নাশ হলে যে বিবেকখ্যাতিরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তা মুখ্য অক্লিষ্ট বৃত্তি। যোগমতে ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি এবং অক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে ক্লিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার:- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই পঞ্চক্লেশ যে বৃত্তিগুলির মূলে থাকে তাকে বলা হয় ক্লিষ্টবৃত্তি। ক্লেশগুলি দুঃখ দায়ক। সব ক্লেশের মূলেই অবিদ্যা বর্তমান।

অবিদ্যার ব্যাখ্যায় যোগসূত্রকার বলেছেন – "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" (যোগসূত্র ২/৫)। অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্মবিষয়ে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মস্বরূপতাখ্যাতি হল অবিদ্যা। অবিদ্যা নিজে ক্লেশ এবং অন্যান্য ক্লেশের প্রসবভূমি। যে বস্তু যা নয়, তাকে সেইরূপে জানাই হল অবিদ্যা। অনাত্মাতে আত্মার, অনিত্যতে নিত্যের জ্ঞান হল অবিদ্যাপ্রসূত।

অস্মিতার পরিচয় দিতে গিয়ে যোগসূত্রকার বলেছেন, "দৃকদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা" (যোগসূত্র ২/৬)। দৃকশক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতার জ্ঞানই হল অস্মিতা। পুরুষ দৃকশক্তি ও বুদ্ধি দর্শনশক্তি। সুতরাং আত্মাকে বুদ্ধির সাথে অভিন্ন বলে মনে করাই হল অস্মিতা। অস্মিতা ক্লেশের ফলে নিঃসঙ্গ, ও উদাসীন পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে।

রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে যোগসূত্রকার বলেছেন, "সুখানুশয়ী রাগঃ" (যোগসূত্র ২/৭) অর্থাৎ সুখানুশায়ী ক্লেশবৃত্তি হলো রাগ। অস্মিতা থেকে উৎপন্ন হয় রাগ ক্লেশ। সুখ ভোগের কামনা ও সুখ লাভের আসক্তি হল রাগ। রাগকে তৃষ্ণাও বলা হয়।

দ্বেষের পরিচয় দিতে গিয়ে যোগসূত্রকার বলেছেন, "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" (যোগসূত্র ২/৮), অর্থাৎ দুঃখানুশায়ী ক্লেশবৃত্তি হল দ্বেষ। দ্বেষ হল রাগের বিপরীত। দুঃখজনক বস্তুর প্রতি যে বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা তাকেই বলে দ্বেষ।

অভিনিবেশের পরিচয় দিতে গিয়ে যোগসূত্রকার বলেছেন, "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ" (যোগসূত্র ২/৯) অর্থাৎ অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে সহজাত ও প্রসিদ্ধ ক্লেশ, তাই অভিনিবেশ, অভিনিবেশ হল মৃত্যুর ভয়, মরণের প্রতি আমাদের যে ভীতি তাকেই বলে অভিনিবেশ। চিত্তে দ্বেষ অনুকূল অবস্থায় অভিনিবেশ নামক পঞ্চমক্লেশ উৎপন্ন হয়।

জগতে সকলপ্রকার দুঃখের মধ্যে মরণ-ভীতিজনক যে দুঃখ, তাই সব থেকে তীব্র। কারণ মরণ দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে একপ্রকার সংস্কার বা বাসনা বদ্ধমূল হয়। ঐ বাসনার ফলে জ্ঞানী ও অ-জ্ঞানী সকলেরই ত্রাস। এই ত্রাসের জন্য মরণের প্রতি একটি ভীতি জন্মায়। এই ভীতিহেতু মরণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা-বৃত্তির উদয় হয়, তাকেই অভিনিবেশ বলে। বস্তুত জীবের এ মরণ অভিজ্ঞতা জীবনকালে হয় না, কিন্তু জন্মান্তরের মরণ অভিজ্ঞতার সংস্কার জীবের চিত্তে থাকে বলেই মরণ দুঃখের প্রতি অভিনিবেশ ক্লেশ থাকে।

অস্মিতাদি ক্লেশসমূহের চারটি অবস্থা আছে। এই চারটি অবস্থা হল: প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। প্রসুপ্ত ক্লেশ শক্তিরূপে চিত্তে অবস্থান করে, পরে অবলম্বন পেলে জাগরিত হয়। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগীদের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে, তা বীজের মধ্যে বৃক্ষশক্তি যেভাবে প্রসুপ্ত থাকে সেইভাবে প্রসুপ্ত থাকে। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম হয়, তেমনি প্রসুপ্ত ক্লেশ নিজ নিজ বিষয় লাভ করলে পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রিয়া-যোগের দ্বারা যে ক্লেশ ক্ষীণ হয়েছে এবং যে ক্লেশ সংস্কাররূপে অবস্থান করে, তাকে 'তনু' বলে, দগ্ধ বীজের যেমন কোন শক্তি থাকে না, তেমনি তনুক্লেশের ও কোন শক্তি থাকে না। অন্তরালে যে ক্লেশ থাকে, তাকে বিচ্ছিন্ন ক্লেশ বলে। যে ক্লেশ পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তাকে বলে উদার।

উপরিউক্ত ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পাঁচপ্রকার। এই পাঁচপ্রকার বৃত্তি হল: প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। চিত্তের ভোগের প্রতি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির স্বভাব অনুযায়ী এই বৃত্তিগুলি ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট হয়। যেমন, রাগযুক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তি ক্লিষ্ট এবং যা রাগদ্বেষের নিবৃত্তিকারক প্রমাণবৃত্তি তা অক্লিষ্ট, অর্থাৎ প্রমাণাদি বৃত্তি যে বিষয়ে হয় ও যেদিকে প্রযুক্ত হয় তদনুযায়ী তা ক্লিষ্ট বা ক্লেশবর্ধক এবং অক্লিষ্ট বা ক্লেশনিবৃত্তিকারক বলে পরিগণিত